ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

মুজফফর আহমদ ভবন

৫ই আগস্টের পাঠচক্র সম্পর্কিত নোট

আগামী ৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাজ্যের সর্বত্র, সমস্ত পার্টি সদস্যদের নিয়ে শাখা/ এলাকা ভিত্তিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হবে। এই পাঠচক্রের বিষয়বস্তু হলো- ' নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও আমাদের কাজ'। পাঠচক্রে উপস্থাপকদের পক্ষ থেকে যে নোটটি উপস্থিত করা হবে তা জেলা কমিটিগুলি এবং রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত ইউনিটগুলির কাছে প্রেরণ করা হলো। জেলা কমিটিগুলির পক্ষ থেকে নোটটি মুদ্রিত করে সমস্ত এরিয়া কমিটিতে প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ইউনিটগুলিকে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিনন্দন সহ,

(সূর্য্যকান্ত মিশ্র)

সম্পাদক

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও আমাদের কাজ

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে হতাশ হলে চলবে না, বিপর্যয়ের মধ্যেও সম্ভাবনা আছে। বিজেপি বা তৃণমূল যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা রক্ষা করছে না, ক্ষোভ বাড়বে মানুষের, মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। ব্যাপকতম আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে আজকের চ্যালেঞ্জকে।

নির্বাচনী পর্যালোচনার প্রথম বিষয় হলো: ২০০৮ সাল থেকে পার্টির জনসমর্থন কমছে। ২০০৮ সালের পৌর নির্বাচনের পর থেকে ক্রমশ পার্টির জনসমর্থন ক্ষয় পেয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের তুলনায় শতাংশের বিচারে ২০২১ সালের নির্বাচনে পার্টির ভোট সামান্য বেড়েছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে সিপিআই(এম)'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৯৪টি আসনে সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের বিপুল জয়ের পরেও ভোট কমেছিল ১শতাংশ, তখনও নির্বাচনী পর্যালোচনায় এই তথ্য মাথায় রাখা হয়েছিল। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ২০০৯'র লোকসভা নির্বাচনে ও ২০১০'র পৌরসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে জনসমর্থন ব্যাপকভাবে কমে যায়। এই ক্ষয় অব্যাহত থেকেছে এবং ২০১৯'র লোকসভা নির্বাচনে পার্টি একটি আসনেও জিততে পারেনি। লোকসভা আসনগুলির বিধানসভাভিত্তিক ফলের নিরিখেও কোনও আসনেই জিততে পারেনি। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনেও তাই ঘটেছে। স্বীকার করে নিতে হবে ২০০৮ থেকে জমসমর্থনের যে ক্ষয় শুরু হয়েছিল তা রোধ করা যায়নি।

২০০৮ সাল থেকেই ক্ষয়ের বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ২০০৮ সাল থেকেই বর্তমান বিশ্বপুঁজিবাদী সঙ্কট শুরু হয়েছিল। এখন তা আরও তীব্র হয়েছে- বিশেষত: করোনা মহামারীর পর। এর সঙ্গে দুনিয়াজুড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান, নয়া ফ্যাসিবাদী আক্রমণ গণতন্ত্র ও জীবন জীবিকাকে বিপর্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো: বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়ে পার্টির অবস্থান নিয়ে, কিছু স্লোগান নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পার্টির কর্মসূচিগত বোঝাপড়া হলো বিজেপি আর অন্য কোনও রাজনৈতিক দলই এক না, কারণ বিজেপি'কে পরিচালনা করে ফ্যাসিবাদী আরএসএস। এটাই পার্টির বোঝাপড়া, কিন্তু নির্বাচনের সময় কোথাও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বিজেপি আর তৃণমূল সমান। 'বিজেমূল' জাতীয় স্লোগান বা বক্তৃতায় ব্যবহার করা বিজেপি-তৃণমূল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ'র মতো কথা কিছু বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে, আমাদের পার্টির কর্মসূচিগত বোঝাপড়াতেই পরিষ্কার বিজেপি আর তৃণমূল কখনোই সমান নয়। কিন্তু একথা মাথায় রাখতে হবে তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে, দলের রেজিস্ট্রেশন থেকে প্রতীক তৈরি সবই হয়েছে আরএসএস'র নির্দেশে। বিজেপি'র চরিত্রই হলো যে দলের সাহায্য নেয় তাকে গিলে ফেলতে চায়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই দুই দলের মধ্যে লড়াই গড়াপেটা নয়। আমরা বিজেপি'র বিরুদ্ধে নির্বাচনে বলেছি, আক্রমণ করেছি। তাতে লাভবান হয়েছে তৃণমূল। কিন্তু বিজেপি সরকারে না এলেও মনে রাখতে হবে রাজ্যে শুধু প্রধান নয়, একমাত্র বিরোধী দল। তাই বিজেপি নির্বাচনে পরাজিত হলেও বিজেপি'র বিপদ ছোট করে দেখা যায় না। আবার তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই দুর্বল হলে বিজেপি লাভবান হবে।

তৃতীয় বিষয় হলো: তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ছিল তা সামাল দেওয়া নিয়ে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল ২০১৯ সালে, তৃণমূল সেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে সামাল দিতে পেরেছে নানা কৌশলে। 'দিদিকে বলো', 'দুয়ারে সরকার', এই ধরনের কর্মসূচিগুলি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমোহিনী প্রকল্পের সুফল তৃণমূল পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে ইতিবাচক হস্তক্ষেপের পরিবর্তে ছোট করে দেখা ঠিক হয়নি। বিজেপি'র বাংলা দখলদারির মনোভাব রাজ্যের মানুষ মেনে নেননি, বাঙালি অস্মিতা বিজেপি'র দখলদারিকে মেনে নেয়নি।

চতুর্থ বিষয় হলো: পরিচিতিসত্তা নিয়ে। আমাদের রাজ্যে তফসিলি সম্প্রদায় তাঁদের উত্তর প্রদেশের মতো সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হতে হলেও সামাজিক বৈষম্য যে নেই তা বলা যায় না। একথা ঠিক ভূমি সংস্কারের ফলে উপকৃত ৭৪ শতাংশ মানুষই আদিবাসী, তফসিলি, সংখ্যালঘু। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫১ ভাগই আদিবাসী, তফসিলি ও সংখ্যালঘু, যাঁদের ৭১ ভাগই অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, গ্রাম ও শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, খেতমজুর ও গরীব কৃষক। তাঁরাই আমাদের শ্রেণিভিত্তির বড়ো অংশ। আমরা শ্রেণির পার্টি, শ্রেণি সংগ্রামকে তীব্র করাই আমাদের চ্যালেঞ্জ। বিজেপি এই অংশের মানুষের মধ্যেই পরিচিতিসত্তার রাজনীতির জন্ম দিয়েছে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনায় আমরা বলেছিলাম, বিজেপি'র 'মাইক্রো লেভেল সোশাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কথা, প্রচুর অর্থ ব্যয়ে আইটি সেল, আরএসএস'র বিভিন্ন শাখা সংগঠন কাজ করেছে। সাচার কমিটির প্রতিবেদন তিনটি বিষয়ে বলেছিল সংখ্যালঘুদের নিয়ে, সংখ্যালঘুরা বামফ্রন্ট সরকারের সময় নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু শুধু নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়, নিরাপত্তার সঙ্গে রয়েছে অংশীদারিত্ব এবং পরিচিতির কথাও। আমরা শ্রেণি রাজনীতি করি, আমাদের কাছে সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই

ATE COMMITTEE
Muzaffar

আলাদা নয়। আমাদের লক্ষ্য, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রেণি ভারসাম্য, সামাজিক ভারসাম্য ও রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শাসক শ্রেণি পরিচিতি সত্তাকে ব্যবহার করে শোষিত জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে। আমাদের কাজ এদের ন্যায্য, গণতান্ত্রিক ও জীবন জীবিকার দাবীগুলির ভিত্তিতে শ্রেণি সংগ্রামের মূলস্রোতে ঐক্যবদ্ধ করা।

পঞ্চম বিষয় হলো: কিছু শব্দের বিভ্রান্তি নিয়ে। নির্বাচনের সময় সংযুক্ত মোর্চা শব্দ এলেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন কেন আমরা ফ্রন্ট বলছি না। আমাদের কাছে ফ্রন্ট মানে বামফ্রন্টই, সংযুক্ত কিষান মোর্চার নামে যদি ৫০০টির বেশি সংগঠন এক হতে পারে তাহলে বিজেপি-তৃণমূলের বিরোধী সব শক্তিকে কেন আমরা সংযুক্ত মোর্চার নামে এক করতে পারবো না। বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, আইএসএফ'র ইশ্‌তেহার আলাদা আলাদা হলেও যৌথ আবেদন করা হয়েছিল। আমাদের পার্টি কিছু নির্দিষ্ট আসনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল শক্তিশালী লড়াই করবার জন্য।

ষষ্ঠ বিষয় হলো: ভবিষ্যতের অগ্রাধিকার নিয়ে। প্রধান অগ্রাধিকার হলো পার্টির নিজস্ব স্বাধীন শক্তির বিকাশ, সংগ্রাম তীব্র করা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কার্যকর করা, প্রতিবাদ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ানো, দ্বিতীয় কাজ হলো বামফ্রন্টকে শক্তিশালী করা, তৃতীয় কাজ হলো বামফ্রন্টের বাইরে থাকা অন্য দলগুলিকে নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করা, চতুর্থ কাজ হলো বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সহ সব শক্তিকে সমবেত করা। সংযুক্ত মোর্চা থাকবে কি না তা নির্ভর করে সব শরিক দলের উপরেই, আমরা সংযুক্ত মোর্চা তুলে দিতে চাই না। আগামী ৭ টি বিধানসভার উপনির্বাচনেও সংযুক্ত মোর্চার যে দল যেখানে প্রার্থী দিয়েছিল তাঁরা সেভাবেই লড়ুন এটাই আমরা চাই। পৌরসভা ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই যে বোঝাপড়া হয়েছিল সেগুলি আমরা ভাঙতে চাই না। নির্বাচনে বোঝাপড়া হবে সংযুক্ত মোর্চার মধ্য দিয়েই, তার আগে দরকার যুক্ত সংগ্রাম।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের বুথ স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, শুধু নির্বাচন নয় সারা বছর বুথ এলাকায় শ্রেণি ও গণআন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য শক্তিশালী গণফ্রন্টের কর্মীদের নিয়ে বুথ সংগ্রাম কমিটি দরকার। নির্বাচনে যাঁরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করে কথা বলে সক্রিয় করতে হবে, যাঁরা পার্টি বিরোধী কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পার্টিতে তরুণ প্রজন্মকে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে, রেড ভলান্টিয়াররা জীবন বাজি রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। তাঁদের উপর খবরদারি নয়, রেড ভলান্টিয়ারদের হিসাবে কাজে স্বচ্ছতা রাখার জন্য পার্টিকে সাহায্য ও নজর দিতে হবে। সোশাল মিডিয়ায় পার্টি সদস্যদের ব্যক্তিপ্রচার, ফ্যান ক্লাব খোলা, পার্টি বিরোধী ও আত্মপ্রচারমুখী প্রবণতা সম্পর্কেও সতর্ক থাকাতে হবে সমগ্র পার্টিকে।